হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
এর প্রধান সমন্বয়কারী ও
মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ
এর কার্যালয়

<u>বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম</u>

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০৯-১৯০৭২০০৮

১৫ রজব, ১৪২৯ হিজরী
১৯ জুলাই, ২০০৮ ইং

<u>প্রেস বিজ্ঞপ্তি</u>

কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে অবিলম্বে ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ আজ ১৯ জুলাই ২০০৮, শনিবার বাদ আসর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে **"শত্রু রাষ্ট্র ভারত কর্তৃক গতকাল দুই বিডিআর সদস্য ও আজ দুই সাধারণ বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে"** একটি বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। যুগ্ম সমন্বয়কারী কাজী মোরশেদুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন গণসংযোগ সচিব মাওলানা মামুনুর রশীদ, সিনিয়র সদস্য আহমেদ জামাল ইকবাল ও মামুনুর রশীদ আনসারী।

বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "গতকাল (১৮ই জুলাই, ২০০৮) ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্রাশ ফায়ার করে বিডিআর-এর দুইজন সদস্যকে হত্যা করে। আর আজকে (১৯ই জুলাই ২০০৮) যশোরের চৌগাছায় বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের আরো দুইজন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে। পরপর দুইদিন হত্যাকান্ড চালিয়ে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সীমান্তে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিনা উস্কানীতে আক্রমণ ও হত্যাকান্ড এদেশের জনগণ কখনো নীরবে হজম করবে না। ইহুদীরা যেমন নিজেদের অপকর্মের দায়ভার মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়, বর্তমান ভারত সরকার সেই পথই অবলম্বন করে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য নিহতদেরকে গরু চোরাচালানি নামে অভিহিত করছে।

ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে এই হত্যাকান্ড এমন এক সময়ে করেছে যখন নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক চলছিল। দেশবাসী লক্ষ্য করেছে ভারত বাংলাদেশের কাছে সম্প্রতি ট্রানজিটের ব্যাপারে জোড়ালো চাপ সৃষ্টি করেছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফখরুদ্দীন সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দুর্বল ফখরুদ্দীন সরকার নতজানু মনোভাব দেখিয়ে ভারতের দয়ায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রথম থেকেই ভারততোষণ নীতি অবলম্বন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল দুইজন বিডিআর সদস্যের হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে সংযম পালনের আহ্বান জানানো হয়। ভারত অস্ত্রের ভাষায় বাংলাদেশের প্রস্তাবের জবাব দিয়েছে - আজকে আরো দুইজন নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিককে ভারত হত্যা করেছে।

সীমান্তে কাটাতারের বেড়া নির্মাণ, যখন তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লুটপাট ও হত্যা এবং পানি আগ্রাসন ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভারত সরকার গত ৩৭ বছর ধরে বাংলাদেশকে চাপের মুখে রেখেছে। আর অতীতের কোন সরকার ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই জাতিকে সংগঠিত ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। এদেশের মানুষ খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতের সকল অন্যায় কর্মকান্ডের উপযুক্ত জবাব দিবে।" নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশবাসীকে ভারতের সীমান্ত সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বক্তারা ধারাবাহিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নিম্নলিখিত দাবী উত্থাপন করেন:

১. এই হত্যাকান্ডের সকল দায়ভার স্বীকার করে ভারতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।
২. অর্থহীন পতাকা বৈঠক বন্ধ করে ভারতের হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জনকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে এই ঘটনাসমূহের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে।
৩. ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে অবিলম্বে ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।
৪. রাষ্ট্রীয় সম্মানের সাথে নিহতদেরকে সমাহিত করতে হবে এবং শোকাহত পরিবার-পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

প্রেরণকারী

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org
www.khilafat.org
www.khilafah.com